দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 MAR 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

0006 86

বিরোধীদল অংশ নিলে নির্বাচন প্রার্থী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন

আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের ও তার নীচের সব পদ বিলুপ্ত হবে

নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে : এরশাদ

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আগামী এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন।

গতকাল সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে রেডিও এবং টেলিভিশন ভাষণে প্রেসিডেন্ট জানান, বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিলে মন্ত্রিসভার কোন সদস্য নির্বাচন প্রার্থী হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ও তার নিম্নপর্যায়ের সকল সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ও দফতর বিলুপ্ত হবে। সামরিক আদালতগুলিও বিলুপ্ত হবে।

প্রেসিডেন্ট জানান, নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করলে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন থেকে উল্লিখিত ব্যবস্থা তিনটি কার্যকর হবে।

চতুর্থবারের মত জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সাতাশ মিনিটের ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ পরিবেশে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন।

ভাষণে তিনি বলেন, বিগত বছরগুলিতে প্রথমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, দ্বিতীয়বার একই দিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও সংসদ নির্বাচন এবং তৃতীয়বার সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ বিরোধীদল ও জোটের আপত্তির মুখে স্থগিত রাখা হয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট সকল রাজনৈতিক দল ও দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রে উত্তরিত হয়ে আসুন, আমাদের দুর্জয় সংকল্প ও অক্ষয় জাতীয়

ভাষণের পূর্ণ বিবরণ চার-এর পাতায়

ঐক্য আরেকবার বিশ্বের কাছে প্রমাণ করি।

তিনি বলেন, নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্রে উত্তরণের বিকল্প কোন পথ নেই। নির্বাচনে অংশগ্রহণ ছাড়া যারা গণতন্ত্রে উত্তরণের কথা বলেন, প্রকারান্তরে দেশকে, তারা বিশৃংখলায় ফেলতে চান। প্রিয় মাতৃভূমিকে সেই ধরনের বিশৃংখলা ও অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে তিনি দেশবাসী গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনসমূহের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর ভাষণে গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেন, অনিবার্য কারণেই ৮২ সালে সামরিক শাসন জারি করতে হয়েছিল। কিন্তু সংবিধান বাতিল করা হয়নি। কারণ তার সরকার দেশকে সংবিধানিক শূন্যতায় নিক্ষেপ করতে চায়নি। তিনি বলেন, স্থগিত সংবিধানের ভিত্তিতে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট এরশাদ রোববার বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন

২৬শে এপ্রিল সংসদ নির্বাচন : ইলেকশন কমিশন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ২৬শে এপ্রিল সারাদেশে জাতীয় সংসদের তিন শ' আসনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ আগামী ২২শে মার্চ।

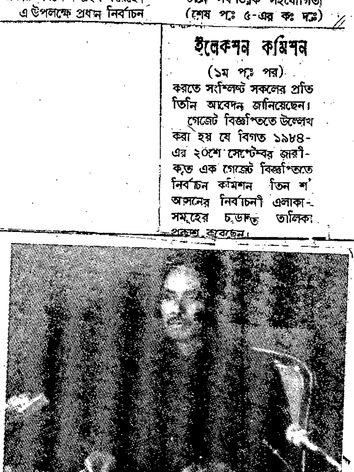

গতকাল রোববার নির্বাচন কমিশনের এক গেজেটে বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এই তারিখ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিস্তারিত কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে।

কর্মসূচী অনুযায়ী মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাইয়ের তারিখ ধার্য করা হয়েছে ২৩শে মার্চ।

প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ আগামী ১লা এপ্রিল।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে সুষ্ঠুভাবে জাতীয় সংসদের আসন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

এ উপলক্ষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ টি এম মসউদ সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দেশবাসীকে আশ্বাস প্রদান করেছেন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এই নির্বাচন অনুষ্ঠানে সর্বাত্মক সহযোগিতা

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ইলেকশন কমিশন

(১ম পৃঃ পর)

করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে বিগত ১৯৮৪-এর ২০শে সেপ্টেম্বর জারীকৃত এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন কমিশন তিন শ' আসনের নির্বাচনী এলাকাসমূহের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছেন।

সামরিক আদালত থাকবে না : জাতির উদ্দেশে ভাষণ

নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে

(১ম পৃঃ পর)

নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হলে কোন কোন মহল সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব দেন। তাঁরা সামরিক আইনের ফরমানের ভিত্তিতে নির্বাচন চান। আমি সংবিধানের প্রশ্নে অটল থেকেছি। কারণ তা সংশোধনের এখতিয়ার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের।

প্রেসিডেন্ট বিরোধী দলগুলির মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্থগিত সংবিধানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, আমরা আশা করেছিলাম সকল মহল আবেগমুক্ত হয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। প্রকৃতপক্ষে সে আশা ফলপ্রসূ হয়নি।

প্রেসিডেন্ট বলেন, সামরিক শাসনের চার বছর হতে চলেছে। কোন কারণেই সামরিক আইন আর দীর্ঘায়িত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম ও চালু রাখার পথ সরল ও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বিশৃংখলা ও নৈরাজ্যবাদীদের হাতে গণতান্ত্রিক প্রয়াস ও প্রচেষ্টা বার বার ব্যাহত হয়েছে।

জাতীয় সংলাপের কথা উল্লেখ করে জেনারেল এরশাদ বলেন, ৫০টির বেশি দলের সঙ্গে আলোচনা করে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে তাদের মূল শর্ত ও দাবীগুলি পূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেদিন কেন পরিস্থিতিতে নির্বাচন স্থগিত এবং সামরিক আইনের প্রত্যাহার করা শাখা-প্রশাখা পর্যায় বলবত করতে হয়েছিল, তা দেশবাসীর জানা আছে।

তিনি বলেন, একটি জোটের প্রধান শরীক দল ১৯৭০, ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে সামরিক আইনের অধীনে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। অন্য একটি জোটের প্রধান শরীক দল ক্ষমতায় থেকে সামরিক শাসন অব্যাহত রেখেই নির্বাচন দিয়ে সেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। সামরিক আইন সম্পূর্ণ প্রত্যাহার না করলে নির্বাচন অবাধ হবে না—এটা একটা অজুহাত। একথা তারা ভাল করেই জানেন যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে সামরিক আইন প্রত্যাহার করলে দেশে আইনগত শূন্যতা সৃষ্টি হয়।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ ১৯৮২ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পটভূমির কথা উল্লেখ করে বলেন : ১৯৮২ সালে যখন আমাদের হাতে দায়িত্ব অর্পিত হয়, তখন দেশের অর্থনীতি মোটেও সুখকর ছিল না। অর্থনীতিতে ছিল বিশৃংখল পরিস্থিতি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আশংকাজনক নিম্নপর্যায়ে পৌঁছেছিল। শিল্প উৎপাদনে মন্থরতা উদ্বেগের আকার ধারন করেছিল। আশংকাজনক খাদ্য ঘাটতি নিয়ে শুরু হয়েছিল সরকারের কাজ।

তিনি বলেন : ঢালাওভাবে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে জাতীয়করণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়নি। রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের উপর বোঝা বাড়িয়েছিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এসেছিল নৈরাজ্য।

প্রেসিডেন্ট বলেন : দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আমাদেরকে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। শিল্প, ব্যাংক ও বীমা, উৎপাদন এবং পুঁজি বিকাশ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুনর্বিন্যাসের কঠিন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয়েছিল। শিল্প, ব্যাংক, বীমা ক্ষেত্রে পুঁজি প্রত্যাহার এবং বেসরকারী ও ব্যক্তি উদ্যোগের পথ উন্মুক্ত করে অর্থনীতিকে মন্দা ও স্থবিরতা থেকে মুক্ত করতে পেরেছি।

বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রশাসন কেবল জনগণের কাছাকাছিই যায়নি—পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষমতাও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালত পৌঁছেছে সাধারণ মানুষের অনেক কাছে।

ভূমি সংস্কার প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, অর্থনীতি ও ভূমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাধিত মৌলিক সংস্কারগুলো আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। জনগণ ইতিমধ্যেই তার সুফলও পেতে শুরু করেছে।

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন : দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বের এবং সহযোগিতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার এক স্বপ্নের আহবান বাংলাদেশ থেকেই উচ্চারিত হয়েছিল। এই দেশের মাটিতে জন্ম নিয়েছে দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতি—সার্ক।

তিনি বলেন বাংলাদেশে [illegible]লামী সম্মেলন সংস্থার পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠানের বাংলাদেশ মর্যাদার উচ্চতর অর্জন করেছে।